হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ১১৮৪১/২০২৩

মোঃ মনসুরুজ্জামান
----অভিযোগকারী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য
------প্রতিবাদীদ্বয়

এ্যাডভোকেট জ্যোতির্ময় বড়ুয়া সংগে
এ্যাডভোকেট রিপন কে. বড়ুয়া
এ্যাডভোকেট ফুয়াদ হাসান
এ্যাডভোকেট সুপ্রকাশ দত্ত
-----অভিযোগকারী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সংগে

এ্যাডভোকেট আব্দুল জলিল

এ্যাডভোকেট আহমেদ ওবায়দুর রহমান

----- ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্র পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ২৬.০৫.২০২৪, ২৭.০৫.২০২৪ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪.০৭.২০২৪।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, ২য় আদালত, মৌলভীবাজার কর্তৃক দায়রা মোকদ্দমা নং-৫৪৪/২০২১ [সি,আর মোকদ্দমা ৪৫/২০২১(সদর) ধারা ১৩৮ The Negotiable Instruments Act, 1881 হতে উদ্ভুত]-এ বিগত ইংরেজী ০৯.১০.২০২৩ তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাকে নির্দোষ সাব্যস্তক্রমে খালাস প্রদানের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোঃ মনসুরুজ্জামানের অত্র আপীল। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। **_গুরুত্বপূর্ণ বিধায়_ বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ২য় আদালত, মৌলভীবাজার _কর্তৃক_ দায়রা মামলা _নং-৫৪৪/২০২১-এ বিগত ইংরেজী ০৯.১০.২০২৩ তারিখের রায় নিবে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-_** *“রাষ্ট্রপক্ষে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আসামী ইয়াহিয়া চৌধুরী পাওনা বাবদ বিগত ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ অভিযোগকারী বরাবরে ৩০,০০,০০০/- টাকার চেক প্রদান করে। উক্ত চেক ০৯/১২/২০২০ ইং তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে Dishonour করা হয়। পরে অভিযোগকারী আসামী বরাবরে ২৪/১২/২০২০ ইং তারিখে পত্রিকায় Legal Notice প্রদান করেন। যা আসামী অবগত হন। অত:পর আসামী টাকা পরিশোধ না করায় অভিযোগকারী অত্র নালিশ দাখিল করেন।* *অতঃপর, মৌলভীবাজার বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হতে মামলাটি বিচার নিষ্পত্তির জন্য মৌলভীবাজার বিজ্ঞ দায়রা জজ এর আদালতে প্রেরণ করা হলে বিজ্ঞ দায়রা জজ বিগত ১৯/০১/২০২২ ইং তারিখ আসামী ইয়াহিয়া চৌধুরী এর বিরুদ্ধে The Negotiable Instruments Act. 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ আমলে গ্রহণ করেন।* *বিগত ২৭/০২/২০২২ ইং তারিখে আসামী ইয়াহিয়া চৌধুরী এর বিরুদ্ধে The Negotiable Instruments Act. 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ গঠন করা হয়। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীকে পড়ে শুনানো ও ব্যাখ্যা করে বুঝানো হলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন।* *<u>বিবেচ্য বিষয়সমূহ</u>* *১. আসামী ইয়াহিয়া চৌধুরী এর বিরুদ্ধে আনীত The Negotiable Instruments Act. 1881এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয় কিনা?* *২. ঐ অভিযোগে আসামী শাস্তি পেতে পারে কিনা?*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আলোচনা ও সিদ্ধান্ত *১-২ নং বিবেচ্য বিষয় ০২ টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকায় এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় আলোচনা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্তে একত্রে আলোচনার জন্য নেয়া হলো।* *রাষ্ট্রপক্ষে মোহাম্মদ মনসুরুজ্জামান PW-1 হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন, আসামী তার প্রতিষ্ঠান থেকে বাকীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ক্রয় করেন। তিনি ৬০,০০,০০০/- টাকায় উক্ত যন্ত্র বিক্রয় করেন। আসামী উক্ত টাকা পরিশোধের নিমিত্ত দুইটি চেক দিয়েছিল। প্রতিটি চেক ৩০,০০,০০০/- টাকার ছিল। অত্র মামলার চেকটি প্রদান করে ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখে। বিগত ইং ০৯/১২/২০২০ তারিখ অপর্যাপ্ত তহবীল হেতু চেকটি ডিজঅনার হয়। পরে তিনি আসামীকে বিগত ইং ২৪/১২/২০২০ তারিখ পত্রিকায় লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। আসামী লিগ্যাল নোটিশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও বাদীর পাওনা টাকা পরিশোধ না করায় বাদী বিগত ইং ২৮/০১/২০২১ তারিখ মামলা দায়ের করেন।* *বিবাদীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়। বিবাদীপক্ষের জেরায় সাজেশন ও প্রদত্ত সাফাই সাক্ষ্য দ্বারা দাবী করেন যে, বাদী বিবাদীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে নালিশা আর্জিতে উল্লেখিত শীতাতপ যন্ত্র সমজাইয়া দেয় নাই বিধায় উক্ত চেকেরে দায় বিবাদীর উপর বর্তায় না। বিবাদী তাদের উক্ত দাবীর সমর্থনে একজন সাক্ষী DW-1 কে অত্র আদালতে উপস্থাপন করেন।* *উভয়পক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, নালিশা চেকটি বিবাদী কর্তৃক বাদীকে প্রদান এর বিষয়টি উভয়পক্ষের দ্বারা স্বীকৃত এবং বাদী বিবাদী উভয়পক্ষই স্বীকার করেন যে, নালিশা চেকটি Invito Ltd. বরাবর বিবাদী ইয়াহিয়া চৌধুরী শীতাতপ যন্ত্র ক্রয় বাবদ প্রদান করেছিলেন।* *বাদী উক্ত চেকে বর্ণিত অর্থ দাবী করলেও; বিবাদী দাবী করেন উভয়পক্ষের মধ্যে ক্রয়চুক্তি মতে নালিশা শীতাতপ যন্ত্র বুঝে না পাওয়ায় তিনি উক্ত চেকের দায় প্রদানে বাধ্য নন।* *বিবাদীপক্ষে বাদীকে জেরা করা হয়। জেরায় বাদী স্বীকার করেন যে, "প্লট নং-১৯, রোড নং-০২, সেক্টর-৩ উত্তরা মডেল টাউন ঢাকার দশতলা ভবনের ২য় তলায় ইনভিটু লিঃ অফিস ছিল। উক্ত ঠিকানায় আমাদের কোম্পানী ১. নারগিস মতিন, ২.গাজী নাসিরুল মোনতাসির, ৩. গাজী নাসির আল মুরাদ এর সহিত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে একটি হোটেল স্থাপনের জন্য আমাদের কোম্পানী ভাড়া নেয়।" *PW-1 আরো বলেন যে, "অত্র মামলায় উল্লেখিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ও তার যন্ত্রাংশ(বি.আর.এফ এসি) উক্ত হোটেলে স্থাপনের জন্যই কেনা হয়েছিল এবং উক্ত এসি ঐ বিল্ডিংয়ের দুইটি ফ্লোরে রাখা ছিল। করোনা মহামারির কারণে এবং উক্ত ভাড়াকৃত ভবনের ব্যবসা করার অনুমতি না পাওয়ায় পরবর্তীতে হোটেল করা সম্ভব হয় নাই।"* *PW-1 জেরায় বলেন "উক্ত ভবনের মালিক গাজী নাসিরুল মোনতাসির আমাদের কোম্পানীর এমডি মোঃ আলী টিংকু এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৬/৪২০/৫০৬ ধারায় বিজ্ঞ মহানগর হাকিম আদালতে গত ১৫/০৩/২২ ইং তারিখে মামলা চলছে বলে শুনেছি।"* *PW-1 আরো স্বীকার করেন যে, "আসামী এসিগুলি আমাদের কাছ থেকে সমজাইয়া পেয়েছেন কিন্তু আমাদের ভাড়াকৃত ভবন থেকে মনে হয় নিতে পারেন নাই।" আসামীপক্ষে PW-1কে সাজেশন প্রদান করেন যে, "বিক্রীত এসিগুলি আসামী বুঝে পায় নাই কারণ আমাদের ভবনের মালিক গাজী নাসিরুল মোনতাসির বাড়ী ভাড়া পাওনা থাকায় উক্ত এসিগুলি আটকিয়ে রেখেছেন আসামী উক্ত এসিগুলি ডেলিভারী নিতে গেলেও তাকে তা দেয়া হয় নাই।"* *PW-1 আসামীপক্ষের উক্ত দাবী সত্য নয় বলে দাবী করলেও বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় উল্লেখিত ভবন মালিক জনাব গাজী নাসিরুল মোনতাসির কে DW-1 হিসাবে আদালতে উপস্থাপন করেন।* *তিনি তার জবানবন্দীতে বিবাদীর দাবী সমর্থন করে জানান যে, অত্র মামলার উল্লেখিত ১০ তলা ভবন, যার বাসা নং-১৯, রোড নং-০২, সেক্টর-৩ উত্তরা, ঢাকা এর উত্তরাধিকারী সূত্রে তিনি, তার ভাই ও তার মাতা মালিক। তার মাতার নাম নার্গিস মতিন, তার ভাইয়ের নাম গাজী নাসির আল মুরাদ। তারা এই ১০ তলা বাড়ীটি গত অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ ২০১৭ সালে Invito Ltd. এর নিকট ভাড়ায় প্রদান করেন।* *উক্ত সাক্ষীকে বাদীপক্ষে জেরা করা হয়। জেরা DW-1 বলেন যে, ঐ বিল্ডিং এ লাগানোর জন্য VRF A/C এবং কিছু*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		A/C এর যন্ত্রাংশ আনেন। তারা বিল্ডিংয়ের নীচ তলার ৪র্থ তলায় ও ৬ষ্ঠ তলায় এগুলি মজুদ করে রাখেন। Invito Ltd. ২০২০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তাকে ভাড়া দেয় নাই। বিবাদী ২০২০ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে এবং জুলাই মাসের শেষে তার বিল্ডিং এ রাখা A/C গুলি আনতে যায়। কিন্তু Invito Ltd. তাকে ভাড়া না দেয়ায় তিনি A/C গুলি তাকে দেন নাই । অদ্যবধি A/C গুলি তার ভবনেই আছে। তিনি ভাড়া পেয়ে গেলে A/C গুলি দিয়ে দিবেন। *উক্তরূপ বাদী বিবাদী সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতেই বিবাদী বাদীপক্ষের কোম্পানী Invito Ltd. এর নিকট থেকে ৬০ লক্ষ্য টাকার সাব্যস্থে কিছু VRF A/C এবং কিছু A/C এর যন্ত্রাংশ খরিদ করেন। উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতেই উক্ত A/C গুলি বাদীপক্ষের ভাড়া করা ভবনের বিভিন্ন Floor- এ রক্ষিত ছিল।* *কিন্তু বাদীপক্ষের সাথে ভবন মালিকের দ্বন্দের ফলশ্রুতিতে এবং ভবন মালিক DW-1 দাবীমতে তার বিল্ডিং এর ৩টি ফ্লোর এর ভাড়া বাদী কর্তৃক পরিশোধ না করায় তিনি বিবাদীকে উক্ত A/C গুলির দখল হস্তান্তরে বাঁধা সৃষ্টি করেন। এবং DW-1 এর বক্তব্য মতে A/C গুলি বিবাদী ২ বার চেষ্টা করেও তার নিজ দখলে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।* *এমনকি বাদী PW-1 নিজেই জেরায় স্বীকার করেন যে, বিবাদী A/C গুলি তাদের ভাড়াকৃত ভবন থেকে নিতে পারেন নাই।* *অত্র মামলার সাক্ষীদের বক্তব্য ও পারিপার্শ্বিকতা ও মামলার ঘটনাক্রম বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মূলত বাদী বিবাদীর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ফলশ্রুতিতে নালিশা আর্জি বর্ণিত VRF A/C এবং কিছু A/C এর যন্ত্রাংশ এর মূল্য পরিশোধ বাবদ নালিশা চেকগুলি চুক্তির দায় বা Consideration এর বিপরীতে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত কথিত চুক্তিতে বাদী বিবাদীকে উক্ত VRF A/C এবং কিছু A/C এর যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কারণ সাক্ষীদের বক্তব্য থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত যে DW-1 এর নিকট বাদীর প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ভাড়ায় দ্বন্দের কারনে বিবাদী তার কাঙ্খিত মালামাল নিজ দখলে বুঝে পান নাই।* *অর্থাৎ বাদী বিবাদীর মধ্যে বর্ণিত চুক্তিটি Delivery of*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		possession ব্যতীত কার্যকর বা সম্পন্ন হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়। *সুতরাং বাদী চুক্তিমতে তার বিক্রীত মালামাল বিবাদীকে বুঝিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বা তার সাথে ভবন মালিকের দ্বন্দ নিড়সন করে চুক্তির কাঙ্খিত বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হন নাই; সেক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির Consideration বাবদ বিবাদী কর্তৃক বাদীকে দেয়া চেকগুলি দ্বারা বাদী বিবাদীকে দায়বদ্ধ করতে পারে না।* *এক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের Mr. Justice Mirza Hussain Haider & Mr. Justice Kazi Md. Ejarul Haque Akondo কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নোক্ত মামলার রায়টি প্রনিধানযোগ্য। উক্ত রায়ে উল্লেখ করা হয় যে,* *Section 43 contains a specific word 'Consideration'. The literal meaning of the term 'Consideration' is 'pursuant to something' which might be pursuant to an ' agreement' or pursuant to an "act" or "deed" being legally enforceable. Thus, vide section 436 when a negotiable instrument is made, drawn, accepted, endorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. If that be so, any cheque, if dishonored by the bank, under such circumstances, will not attract section 138 of the Act. As such, the specific criteria for the purpose of filing of a case [2SCOB(2015)HCD]* *মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের অপর একটি রায়ে উল্লেখ করা হয় য়ে,* *Where the amount promised shall depend on some other complementary facts or fulfillment of another promise and if any cheque is issued on that basis, but that promise is not fulfilled it will not create any obligation on the part of the*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		drawer of the cheque or any right which can be claimed by the holder of the cheque. As such dishonesty or fraud cannot be attributed in giving stop payment instruction. The question of committing an offecne by the accused punishable under section 138 of the Act does not arise. [25 BLC(AD)115] *অত্র মামলার যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বিবাদীপক্ষে আরো দাবী করা হয় যে, নালিশা চেকটি বিবাদীর প্রতিষ্ঠান Invito Ltd. এর বরাবরে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে বিবাদীকে দেয়া হয় নাই বরং বিবাদীর কোম্পানীর বরাবর দেয়া হয়।* *বিবাদীপক্ষ Invito Ltd. এর Memorandum & Articles of Association দাখিল করে দাবী করেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাদী বাদী অত্র মামলা দায়েরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন কারন তাদের কোম্পানীর Memorandum & Articles of Association অনুযায়ী উক্ত ক্ষমতা বাদীকে দেয়া হয় নাই। এমনকি অত্র মামলায় তিনি এইরূপ কোন ক্ষমতাপত্র দাখিল করেন নাই বিবাদীপক্ষের উক্ত দাবী স্বয়ং বাদী নিজেই স্বীকার করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।* *কারণ বাদী PW-1 জেরায় স্বীকার করেন যে, "আমাকে দুইটি মামলা দায়ের করার বিষয় কোন পাওয়ার অব এ্যার্টনী দেয় নাই আমি ডিরেক্টর হিসেবে মামলা দায়ের করেছি।"* *অত্র মামলার আর্জি পর্যালোচনায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে মামলাটি করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কারণ মামলা দায়ের কালে কিংবা চলাকালে তিনি তার প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ ক্ষমতাপত্র বা Board of Directors দের কোনরূপ Resoulation দাখিল করেন নাই। এক্ষেত্রে বাদী ডিরেক্টর হিসাবে তার কোম্পানী Invito Ltd. এর পক্ষে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য ডিরেক্টরের দ্বারা আদৌ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয় না।* *সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে অত্র মামলার নালিশা চেক এর ফলশ্রুতিতে বিবাদী ইয়াহিয়া চৌধুরী-কে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর দ্বারা দায়ী করা যায় না।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব *আদেশ হয় যে,* *আসামী ইয়াহিয়া চৌধুরী-কে তার বিরুদ্ধে গঠিত The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে অত্র মামলার দায় হতে খালাস প্রদান করা হলো। আসামী ও তার জামিনদারগণকে জামিনের শর্তমুক্ত করা হলো।* *আমার কথিতমতে* *লিখিত ও কম্পোজকৃত।* *(মোঃ জিয়াদুর রহমান)* *(মোঃ জিয়াদুর রহমান)* *যুগ্ম দায়রা জজ* *যুগ্ম দায়রা জজ* *২য় আদালত, মৌলভীবাজার।* *২য় আদালত, মৌলভীবাজার।* ” অভিযোগকারী মোহাম্মদ মনসুরুজামান পিডব্লিউ-১ হিসেবে তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি আসামীর নিকট তার মালিকানাধীন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বাকীতে বিক্রয় করেছিলেন। পরবর্তীতে আসামী বিগত ইংরেজী ৩০.০৬.২০২০ তারিখে উপরিল্লিখিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে দুটি চেক প্রদান করেন যার প্রতিটি চেকে তর্কিত অংক ৩০ লক্ষ টাকা। অভিযোগকারীকে প্রদত্ত বাদী/অভিযোগকারীর উপরিউক্ত দুটি চেকের একটি নিয়ে অত্র মামলা। অভিযোগকারী পিডব্লিউ-১ হিসেবে তার জেরায় স্বীকার করেন আসামী বাদীর/অভিযোগকারীর ভাড়াকৃত ভবন হতে এসি নিতে পারেন নাই। ফলে এটি প্রমাণিত হয় যে, যে এসির বিনিময়ে আসামী বাদী অভিযোগকারীকে চেকটি প্রদান করেছিলেন সেই এসি বাদী আসামীর নিকট হস্তান্তর করেনি। এমনকি বাদী অভিযোগকারী উক্ত এসি আসামীকে হস্তান্তরের কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেন নাই। বাদী আসামীর সাথে প্রতারণা করেছেন প্রমাণিত। বাদী অভিযোগকারী আসামীকে এসি হস্তান্তর না করে আসামীর সাথে যেমনটি প্রতারণা করেছেন, তেমনি প্রতারণা মূলকভাবে আসামী থেকে প্রাপ্ত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উক্ত চেক দিয়ে আসামীকে অত্র মামলা দিয়ে হয়রানী করে আসছেন যা অভিযোগকারীর ২য় প্রতারণা। বাদী অভিযোগকারী আদালতে অপরিচ্ছন্ন হাতে এসেছেন প্রমাণিত। বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ২য় আদালত, মৌলভীবাজার কর্তৃক দায়রা মোকদ্দমা নং-৫৪৪/২০২১ [সি,আর মোকদ্দমা ৪৫/২০২১(সদর) ধারা ১৩৮ The Negotiable Instruments Act, 1881 হতে উদ্ভুত]-এ এ বিগত ইংরেজী ০৯.১০.২০২৩ তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় অভিযুক্ত ইয়াহিয়া চৌধুরীকে নির্দোষ সাব্যস্তক্রমে খালাস প্রদান সঠিক এবং আইনানুগ হয়েছে। অত্র ফৌজদারী আপীলটি নামঞ্জুর যোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি নামঞ্জুর করা হলো।** বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ২য় আদালত, মৌলভীবাজার কর্তৃক দায়রা মোকদ্দমা নং-৫৪৪/২০২১ [সি,আর মোকদ্দমা নং ৪৫/২০২১(সদর) ধারা ১৩৮ The Negotiable Instruments Act, 1881 হতে উদ্ভুত]-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.১০.২০২৩ তারিখের রায় ও আদেশ বহাল রাখা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হোক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ